R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০১ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে আশ্বিন ১৪২১
১৫ই অক্টোবর, ২০১৪
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

বর্ধমান কান্ডে জড়ালো রঘুনাথগঞ্জের নাম প্রশাসন এখনো হাই তুলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমান বিস্ফোরন কান্ডে জরিয়ে গেল রঘুনাথগঞ্জের নাম তথা জঙ্গিপুর মহকুমা। তদন্তে আরো যে দুটো বাড়ীতে জঙ্গীদের ডেরা উদ্ধার হয়েছে তরা মধ্যে খাগড়াগঞ্জের বাবুরবাগের বাড়ীতে বীরভূমের হাবিবুর ও মূল মাথা শাকিলের দোস্ত কাউসারের গভীর যোগাযোগ ছিল বলে সি.আই,ডি-র সন্দেহ। এই বিস্ফোরণের খবর পাওয়ামাত্র কাউসার ও তার কয়েকজন সাগরেদ অনেক কিছু নিয়েই গা ঢাকা দেয় যার মধ্যে ৪টি আগ্নেয়াস্ত রয়েছে। জঙ্গির প্রশিক্ষণ না থাকলে এত নিপুনভাবে কাজ হত না। এদেরই কেউ কেউ রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় গা ঢাকা দিয়েছে বলে সি.আই.ডি. মহলের ধারনা। যার তদন্তে ৯ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়শিমূল অঞ্চলের ভূতবাগান এলাকায় মহঃ লতিব সেখের বাড়ীতে তল্লাশী চালায় সি.আই.ডি. দল। লতিবের ছেলে মহঃ রেজাউল করীমের সন্ধানে এই পদক্ষেপ। মহঃ লতিব, তার স্ত্রী ও বড় ছেলে জানান– রেজাউলের সঙ্গে মাঝে মধ্যে অপরিচিত লোকজন তাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করত। ঘর বন্ধ করে গোপন আলোচনা চলত। এই নিয়ে তারা প্রত্যেকেই আপত্তি করে। গত বৈশাখে বর্ধমানের এক মাদ্রাসার ছাত্রীকে বিয়ে করে নিয়ে আসে রেজাউল। বিয়ে উপলক্ষে লতিবের কাছ থেকে চার হাজার টাকাও নিয়ে যায়। রেজাউল দাড়ি ছেড়ে দেয়।

(শেষ পাতায়)

প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়িয়ে জমজমাট শারদোৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবারের শারদ উৎসব ছিল এখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মুক্ত। অন্যান্য জায়গায় কিছুটা বৃষ্টি হলেও এই এই মহকুমায় নীল আকাশ মুখ গোমড়া করেনি। তবে জিনিসপত্রের দাম ছিল নাগালের বাইরে। আলোকসজ্জা নানা থিমে এবারেও দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে বিশেষ বিশেষ পুজোমন্ডপগুলো। টুকটুক, রিক্সা, ভ্যান পুলিশের নিষেধ থাকলেও শহরের রাস্তায় চলতে দেখা গেছে। গদাইপুরে পেটকাটিতলায় অষ্টমী-নবমীতে প্রায় ১৮৫টি বলি হয়। সেখানে ঢালাও পুলিশের ব্যবস্থা ছিল। খবরে প্রকাশ, রীতি অনুযায়ী একাদশীর সকালে পেটকাটি প্রতিমা বিসর্জন করে পরিশ্রান্ত উদ্যোক্তরা পুরানো নিয়মমত তুলসীবিহারের জগন্নাথ

(শেষ পাতায়)

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহানবমীর দুপুরে ৩ অক্টোবর পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে তিন বন্ধু ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে ফরাক্কা অভিমুখ যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আহিরন থেকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কারটি পাল্টি খেয়ে যায়। গাড়ী চালাচ্ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীর শত্রুজিৎ চন্দ (২৪)।গাড়টি তাদেরই। অন্য দুই বন্ধুর মধ্যে থানাপাড়ার অরুণাভ রুদ্র (২২) এবং সদরঘাটের দীপ রায় ছিলেন। দুর্ঘটনায় অরুণাভর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে কলকাতায় এক নার্সিংহোমে তার মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। শত্রুজিৎ বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজের খবর।

সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে ২৮সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় ঐ বিদ্যালয়ের অষ্টম বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনবদ্য এক তৃপ্তির ঝিলিক দর্শকদের চোখে মুখে লক্ষ্য করা যায়। ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে এত বলিষ্ঠ অনুষ্ঠান, স্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ, নত্যে অভিনবত্ব ও বৈচিত্রে অবশ্যইদক্ষতার দাবী রাখে। এ ধরনের অনুষ্ঠান ইদানীং হয়নি বললেই চলে। আলো, মঞ্চসজ্জা, মেকআপ, টিম, ওয়ার্ক, শৃঙ্খলা, খুদে সঞ্চালক সব মিলিয়ে এককথায় খুব ভালো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রান্তি সহ ব্যবস্থা কল্যাণ সিনহা, শিক্ষাব্রতী ভজন সরকার প্রমুখ।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে আশ্বিন, বুধবার, ১৪২১

ঁবিজয়া

মহাপুজা সমাপ্ত। শক্তির জন্য এই মাতৃ-আরাধনা। রাবণবধের নিমিত্ত দেবীর অনুগ্রহ-শক্তি লাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া তিনি রাক্ষসবধে সমর্থ হন।

স্মরণাতীতকালে বহির্ভারতে নানাস্থানে বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে মাতৃ-সাধনার ব্যবস্থা ছিল। মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠা-স্থাপনে মানুষ যে উন্মুখ ছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়া অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যখনই অশুভ শক্তি আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার বিনাশের জন্য "দেবী, প্রপন্নর্তিহরে, প্রসীদ" বলিয়া শুভশক্তির উদ্বোধন ঘটান হয়। দেবতাদের এক এক শক্তি সম্মিলিত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সমাজের সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা দুর করিয়া সুস্থসবল সমাজ-জীবনের অনুভবে উন্নত জাতি গঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একই কথা। যে সব অশুভ দিক রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপন্থী, তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক দিক আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এখন মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তির প্রভাব চরম মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। দেশকে ভুলিয়া স্বস্বার্থ পূরণের তৎপরতা লক্ষণীয়। দেশের মধ্যে কত বিস্ফোরণ, কত হত্যা, কত নর নারী অপহরণ, কত ধর্ষণ, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের গোপন পাচার চলিতেছে। যে ভরতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের এক সময় যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেখানে আজ বিভিন্ন ব্যর্থতায় দেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে আগাইতেছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ-শুভেচ্ছা, দশেরা শুভকামনা দেশবাসীকে যাহা জ্ঞাপক করা হয়, তাহা যেন নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায়? তাই অন্তর দিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদনুসারে শুভশক্তির জাগরণের জন্য আয়োজন করিতে হইবে।

ঁবিজয়ার জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক দল,শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আবেদন রাখিতেছি : তাঁহারা জনজীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিধান করুন। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক এবং সর্বসাধারণকেঁবিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

আসছে-বছর

শীলভদ্র সান্যাল

আনন্দময়ী মা'র মুখটা কি থমথমে ? ত্রি-নয়নী দেবী চণ্ডিকা তিনটি নয়নে ধ'রে রাখেন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, সেখানেও কি চোখের কোণে একবিন্দু জলের আভাস ? ঘট তো বিসর্জন হ'য়ে গেছে আগেই। সঙ্গে কলাবৌ, আমের শাখা আর অপরাজিতার মালা। এবার তবে মায়ের যাবার পালা। বনেদি-বাড়ির এয়োস্ত্রীরা মায়ের দু-গালে ছোঁয়ালে পান-পাতা। ঠোঁটে ছোঁয়ালে প্যারা-বাতাসা-জল। শেষ আরতির শিখা কেঁপে কেঁপে উঠল আসন্ন বিদায়ের বিচ্ছেদ ব্যথায়। তবু, মা যে আনন্দময়ী ! তাঁর বিদায়ে চোখের জল ফেলতে নেই। সবরকমভাবে তাঁকে আনন্দদান করাই কর্তব্য। শাস্ত্রের বচন। সমবেত কণ্ঠের হুলু ধ্বনিতে তাই মুখরিত পূজামণ্ডপ। মায়ের রাঙাচরণ থেকে সিঁদুর মুছে নেওয়ার পালা শেষ ক' রে সধবা বৌদের সিঁদুর খেলা। ঢাকের বাদ্যির তালে-তালে প্রাঙ্গণ জুড়ে ধুনুচি-নাচ, তুবড়ির চোখ-ধাঁধানো আলোর ছটা আর এ-ধার ও-ধার থেকে বাজিপটকার আওয়াজে মায়ের বিদায়লগ্ন জমজমাট। তবু, এমন বিপুল সমারোহের মধ্যেও মা কি সবার আড়ালে এক ফাঁকে চোখের জল মুছলেন ?

এদিকে নদীর ঘাটে রঙের মেলা। আশ-পাশের গাঁ গঞ্জ ভেঙে আসা লোকের মেলা। হাজার রকম ব্যাপারিদের পসরার মেলা। দুধের শিশু থেকে আশীবছরের বৃদ্ধ সব্বাইকে মা টেনে এনেছেন নদীরঘাটে। সবাইকে ভাসিয়েছেন আবেগের বন্যায়। যারা, যেখানে যেটুকু জায়গা পেয়েছে তা-ই দখল ক'রে বসে পড়েছে চিনে বাদামের ঠোঙা নিয়ে। নদীর বুকে মেলে দিয়েছে উৎসুক চোখ। খাবারের দোকানগুলোতে চরম ব্যস্ততা-হাঁক-ডাক আর সেই সাথে মোগলাই-এগরোলের রসনাতৃপ্তিকর সমূহ আয়োজন। গরম-গরম ঘুঘনি। ফুচ্‌কা। চপ। ওদিকে, বেলুন কিনে দেওয়ার জন্য খোকা-খুকুর সে কী বায়না। স্টিরিওর কান-ফাটা আওয়াজের তালে-তালে জীন্‌স-এর মুখভর্তি উগ্র গন্ধ আর উদ্দাম-নাচ। নদীর দু'পারে ক্ষণে ক্ষণে আকাশের বুক চিরে ছিটকে যাওয়া হাউই আর নীল-লাল-রূপোলি রঙের মালা হ'য়ে দুলতে দুলতে ভেসে যাওয়া। চারদিকের এই মহাসমারোহের মধ্যে কোনও কোনও প্রতিমা সাতপাক ঘুরে বিসর্জন হ'য়ে গেল, কোনও প্রতিমা উঠল নৌকায়। সারারাত্রিব্যাপী মায়ের নৌকাবিহারকে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ আর মস্তির শেষ বিন্দুটুকু নিংড়ে নেওয়ার কী মরিয়া প্রয়াস! ওপরে, ময়ূরকণ্ঠী রাতের তারাখচিত আকাশ ; আর নিচে টলমল নদীর জলে মায়ের নিরঞ্জন পর্ব।

শেষ হ'তেই পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপট রূপোলি পর্দার মত একেবারে সাদা। বুকের ভেতর থেকে মুচড়ে-ওঠা শূন্যতার হাহাকার। তিনদিনের এত আনন্দ, এত উৎসব মায়া-মরিচীকার সব মিলিয়ে গেল কোথায়! জগত-চরাচর আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে মা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন !

(পরের পাতায়)

বিদ্যাসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে

কল্যাণ পাল

নাম তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকে বিদ্যাসাগর নামে জানে। তিনি আমাদের চিরকালের গর্ব। বাঙ্গালীর অলঙ্কার। তাঁর রচিত "বর্ণ পরিচয়" পড়েই আমরা জ্ঞানলাভ করেছি। তিনি আমাদের অন্তরে শিক্ষার প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন। যা আজও অনির্বাণ। সূর্য্যের আলোর মতো তাঁর দীপ্তি সমগ্র বাঙ্গালীর জীবনের ছড়িয়ে আছে।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এই দিনে এক শুভ ক্ষণে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মা ভগবতী দেবী। পড়াশুনা শুরু গ্রামের পাঠশালায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে বাবার হাত ধরে ছোট্ট ঈশ্বর চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় আসার পথে মাইল স্টোনের ইংরেজী ১,২ সংখ্যা পড়ে তিনি ইংরেজী সংখ্যা চিনে ফেলেন। কলকাতায় তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকারণ কাব্য, বেদান্ত প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। পরে ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বছর বয়সে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙলা বিভাগে প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অধ্যয়নই ছিল তাঁর জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হন। শিক্ষার বলয় থেকে তিনি কখনো কখনো বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সমাজ অঙ্গনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তিনি একজন সমাজ সংস্কারক, বন্ধু,পথ প্রদর্শক। সমাজের বহু কুসংস্কারকে বর্জন করার ডাক দিয়েছিলেন। সমাজের মোড়ল মাতব্বরদের চোখ রাঙ্গানীকে উপেক্ষা করে বিধবা বিবাহ চালু করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য তিনি নৈশ বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন শুধুই পুরুষ নয় নারীদেরও শিক্ষার অঙ্কনে আনতে হবে। তা না হলে বাঙালী জাতির শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হবে না। তাই তিনি মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় কুড়িটি মডেল স্কুল তিনি স্থাপন করেছিলেন। আজকের দিনে বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা অভিযান বালিকাদের জন্য শিক্ষার উন্নয়ন এর ভাবনা সবই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে সর্বশিক্ষা অভিযানের "সবার জন্য শিক্ষা, সবার উন্নতি"--এই ধারনাটিও বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। বিদ্যাসাগর না জন্মালে আমাদের হয়তো আজও অন্ধকারে দিন কাটাতে হত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ "চারিত্র পূজা" গ্রন্থে বলেছেন--"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন।' সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পাশে কোন বন্ধু পাননি। তাই মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় "বিদ্যারসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।" তাঁর অবদান বাঙ্গালীর হৃদয়ে উজ্বল হয়ে আছে এখনো।

আসছে বছর..... (২য় পাতার পর)

মা-মেনকার আঁধার ঘরের মতই বাঙালিও বুকের সব রোশনাই নিভিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দিলে কোন্ নিতল অন্ধকারে। শুধু একটা মোহের ঘোর, রমণীয় চিত্রনাট্য সমাপ্তির পর, মধুর আবেশের মত, তার শ্রম ও নিদ্রাকাতর চোখের কোলে অঞ্জনের মত লেগে রইল তখনও। যেন সব ব্যস্ততার শেষ, হাতে কোনও কাজ নেই আর। অলস সময়ের হাতে লাট-খাওয়া ঘুড়ির মত এখন শুধু নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, ভাসিয়ে দেওয়া।

একঘেঁয়ে আর ক্লান্তিকর বাঙালি-জীবনে তিনটে দিনের ওই শারদীয়-উৎসবের মুক্তি ছাড়া আর আছেই বা কী ! ডেলি পাষণ্ডগিরি, দশটা-পাঁচটা অফিস ঠেঙানো, পরনিন্দা, পরচর্চা। অ-পছন্দের তালিকাভুক্ত লোকেদের নিয়মিত মুণ্ডপাত। স্ট্রাইক। বন্ধ। পলিটিক্স। মিছিল। শ্লোগান।

আর এরই মধ্যে কখন শরতের নিকোনো আকাশে সোনাঝরা রোদ্দুরের চমক লাগে। কাশের বনে হাওয়া দোল দেয়। দীঘির বুকে ফোটে শালুক ফুল। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যায়। প্রকৃতির এই বুক জোড়া আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাঙালি-জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনদিনের ওই হড়কাবান। ভেসে যায় যত আবর্জনা। মজা-মস্তি হুল্লোরের এক উদ্দাম পাগলাঝোরায় গা ভাসায় বাঙালি। মাত্রই তিনটে দিন। তাতে কী ! এইটুকু মেয়াদেই পেয়ে যায় এক বড় রকমের মুক্তির ছাড়পত্র। ক্ষণিকের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যেন চলতি জীবনের রঙটাই পাল্টে যায়। মহা ঐক্যতানের সুরে আপাত-বিরোধী কত বিচিত্র প্রবণতার এক আশ্চর্য সমাপতন !

তাই, মা যখন সত্যিই বিদায় নিয়ে চলে যান, তখন বুকের পাঁজর-ঝাঁপানো কেমন যেন হু-হু হাওয়া ওঠে--মা চলে গেলেন তাহলে ! তখন আবার নতুন ক'রে মঙ্গল-ঘট পাতা। তবু, মা কি সত্যিই চলে যান। আলোর রোশনাই নিভে যায় বটে, কিন্তু শূন্য মণ্ডপে মাটির পিদিম ফের জ্বলে ওঠেতো ! প্রতিমা নিরঞ্জনের পর আওয়াজ ওঠে --'আসছে বছর আবার হবে'।

ওই কথা কটি বাঙালির ঝুলধরা জীবনে বড় সান্ত্বনা। বড় রকমের আশ্রয়। খড়কুটো জোগার ক'রে নীড় হারা পাখি আবার নতুন ক'রে নীড় বাঁধতে থাকে। মনের ভেতর চলে আলোর কাটাকুটি খেলা । মা যাননা তো! মা শুধু ফিরে ফিরে আসেন। কুসুমপুরের মালতী যখন বিদায়-বেলায় মাকে প্রণাম করে, তখন মা যেমন চোখের জল গোপন ক'রে মুখে হাসি টেনে বলেন, 'আবার আসিস মা !' --এ ও তেমনই, 'পুনরাগমনায় চ'।

বিসর্জনের ঢাকের বোলে কোথায় যেন ধরা পড়ে আগমনীর সুর।।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিশেষভাবে কাশিয়াডাঙ্গা ও লক্ষীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাসিন্দাদের জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, মৃত আলহাজ আব্দুস সাত্তারের কন্যা তথা স্বামী আতাউর রহমান, পো: ও সাং গঙ্গাপ্রসাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ এঁর স্ত্রী মৃতা সালেহা বিবি তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিগুলি হস্তান্তর করিয়া গিয়াছেন।

যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তিগুলি খরিদ করিয়া থাকেন বা খরিদ করিতে মনস্থ করেন তাহা হইলে বিশেষভাবে খোঁজখবর লইয়া খরিদ করিবেন। অন্যথায় আইনের প্যাঁচে পড়িয়া যদি সম্পত্তি বেদখল হয় তাহা হইলে তাহার জন্য কেহ দায়ী থাকিবে না। ক্রেতা নিজ দায়িত্বেই সমস্ত ব্যবস্থা লইবেন।

জমির পরিচয়

মৌজা- বহড়া নং ৮৪
দাগ নং--১৪১৩, ১৪১৯, ১৪৭৫, ১৪৭৬, ১৫৬১, ১৫৬২, ১৫৬৪, ১৫৯৫ (আট দাগ মাত্র) এবং
মৌজা-ঝামড়া নং ৮২, দাগ নং ২৯১, ২৯১/৬৩৬ (দুই দাগ মাত্র)

প্রচারক-
মোহাম্মদ মুশা
সাং গঙ্গাপ্রসাদ

তাং-রঘুনাথগঞ্জ
২৯-৯-২০১৪

।। জঙ্গিপুরের পুরাকথা ।।

হরিলাল দাস

(পূর্বে প্রকাশিতের পর) এই ব্যক্তির নাম থেকেই মঙ্গলপুর বাজারের নাম হয়েছে। অন্য মতটি হচ্ছে--ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়কে অনুসরণ করে গুরুদাস সরকার লিখেছেন, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের কোনও এক সময় মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানদের পরাজিত করে সুতীর কাছে মোঙ্গলপুর বাজার সংস্থাপিত করেন। মোগল-মোঙ্গল-মঙ্গল এইভাবে নাম চালু। তিনি এটাও মনে করেন ১৬৫৮ খিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব নিজেকে দিল্লির সম্রাট ঘোষণা করার পর বর্ষব্যাপী যুদ্ধের কালে বা তার পরে কোনও সময়ে সুতীর পাশে ঔরঙ্গাবাদ/অরঙ্গাবাদ স্থাপনা হয়। সময়টি নির্দিষ্ট করতে সন্ধান করেছিলেন কি মীরজুমলা?

ছাবঘাটি, না ছাপঘাটি ? এই নাম নিয়েও দুটি মত প্রচলিত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিঃ) গৌড়ের রামকেলি যাবার পথে ভক্ত পরিকরদের নিয়ে সুতী তীর্থে গঙ্গা স্নান করেছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তের বিশ্বাস ছয়ঘটি তীর্থে স্নান করার জন্য স্থানটির নাম হয় ছয় ঘাট। যদিও প্রামাণ্য কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থে ছয়ঘটি উল্লেখিত নেই। অন্য মতে নদিপথে পণ্য বহনের সময় এখানে নৌবহর কিছু সময় আশ্রয় নেবার কারণে মুসলমান রাজত্বকালে এই স্থান 'নাওয়ারার আড্ডা' নামে পরিচিত হয়। মালবাহী নৌকগুলোকে এখানে চুঙ্গিশুল্ক দিয়ে রশিদ নেবার প্রথা ছিল। সেই রশিদে শীলছাপ দেয়া ছিল আবশ্যিক। ছাপ দেবার ঘাট। তাই থেকে ছাপঘাটি।

ছাপঘাটির ইতিকথায় আরও একটি উল্লেখ্য হচ্ছে সৈয়দ মর্তুজার সাধন আখড়া ও সমাধি। সমন্বয় ধর্মী সুফি সাধক ও বৈষ্ণব পদকর্তা মর্তুজাহিন্দ বা মর্তুজানন্দ নামেও পরিচিত। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হোসেন কাদেরি। জন্মস্থান বালিঘাটা। নদি ভাঙ্গনে ছাপঘাটির সমাধিক্ষেত্র ভেঙে পড়লে সেখানকার মাটি নিয়ে গিয়ে বর্তমান হিলোড়া গ্রামের নিকট হারুয়াগ্রামে মর্তুজার মাজার গড়া হয় এবং এখানে বার্ষিক উর্স্ পালিত হয়। চলমান ইতিহাস সময়ের জমিতে শেকড় সঞ্চালিত করে এভাবেই। বালিঘাটার কথা অনেক। বর্তমানে পৌর এলাকার রঘুনাথগঞ্জ শহরের উত্তরে বালিঘাটায় সৈয়দ মর্তুজার জামাতা সৈয়দ কাসেম কর্তৃক ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত মসজিদটি এখনও বিদ্যমান। অবশ্য তার সামনের দিকটি সংস্কার করে অন্য রকম করা হয়েছে। তবে সেই সাবেক মসজিদের ফটো ১৯৬৩-তে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে ছাপ আছে। এখানে একখানা শিলালেখও পাওয়া গেছে। গুরুদাস সরকার মহাশয় যে তথ্য দিচ্ছেন- খান ই-মজলিস উলুগ সরফরাজ খাঁ কর্তৃক মসজিদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক এই শিলালেখ খানাই বোধ হয় মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান যুগের প্রাচীনতম। শপ্তদশ শতাব্দীতে ভ্রমণকারী সেবস্তিয়ান ম্যানইরিক (১৬২৯-৪৩) তাঁর বিবরণে জানিয়েছেন- তৎকালে বালিঘাটা একটি সমৃদ্ধ নগর ও বানিজ্যকেন্দ্র ছিল। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজমহল থেকে আলিবর্দি মুর্শিদাবাদে যুদ্ধ অভিযান করেন এই মহকুমার ফরাক্কাবাদ সুতীর পথেই উত্তর থেকে দক্ষিনে ও দক্ষিন পূর্বে এগিয়ে গিয়ে গিরিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধ হয় সরফরাজ খানের সঙ্গে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে। সেই গিরিয়া প্রান্তর ও গ্রাম বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে নদিভাঙনে। তবে সেই পুরাকথা আছে। 'জালিম সিংহের মাঠ' নাম হয়েছিল সেই রণভূমির। এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় নিখিল নাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'-তে' বিশেষ উল্লেখ আছে। (শেষ)

আমরা দুঃখিত

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জঙ্গিপুর সংবাদ এ "দলে দায়িত্ব নিয়েই লুটেপুটে খাওয়ার পদক্ষেপ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জঙ্গিপুর পারের তৃণমূলের টাউন সভাপতি আসরাফুল সেখের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জেনেছি আসরাফুল ব্যক্তিগতভাবে স্বচ্ছ। সংবাদদাতা প্রেরিত তথ্যগত ভুল সংবাদ প্রকাশের জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

বর্ধমান কান্ড......................

(১ম পাতার পর)

বউকে বোরখা পড়ানো লতিব বা তার স্ত্রী কেউ পছন্দ করনে নি। আরও জানা যায়, রেজাউল জোতকমল হাই স্কুলের মাধ্যমিক ফেল করলে লতিব তাকে বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজে লাগিয়ে দেন। লতিব দীর্ঘ ২২বছর ধরে বর্ধমানে বাড়ী তৈরী করে বসবাস করছেন। সেখানে ভোটর লিস্টে নামও আছে তাদের। রেজাউলের কোন সন্ধান এখনও মেলেনি। উল্লেখ্য কয়েকবছর আগে দুই জঙ্গিকে বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণের পর রঘুনাথগঞ্জ থেকে সি.বি.আই গ্রেফতার করে নিয়ে। এদের মুক্তির দাবীতে এখানে ১০-১২ হাজার মানুষ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে মিছিল করে এবং মহকুমা শাসকের ডেপুটেশর দেয়। মিছিলে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও ছিলেন। এই ধরনের মিছিল কীভাববে শহরে প্রদক্ষিন করলো সেটা প্রশাসন বলবে। ওয়াকিবহালে মহলের মতামত, এখামে পুলিশ ব্যস্ত তোলা আদায়ে। আর.বি.এস.এফ ব্যস্ত পাচারে সহযোগিতা করতে। ফলে জঙ্গিপুর বরাবরই জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল। তার ওপর ঝাড়খন্ড, বিহার, বাংলাদেশ। হাত বাড়ালেই বন্ধুর মতো ব্যাপার। এর আগে ৫০ কেজি আর.ডি.এক্স দিল্লীতে ধরা পড়লে এবং খাদিম কর্তার অপহরণে জঙ্গিপুর লাগোয়া লালগোলায় লোকের নাম পেয়েছিল পুলিশ। আরো খবর, এই অঞ্চলের প্রায় গ্রামে মাদ্রাসা বা মাসজিদের উদ্যোগে গভীর রাত পর্যন্ত জালসার নামে ভারত বিদ্বেষী বক্তব্য রাখা হয় প্রকাশ্য। সেখানে পুলিশ বা প্রশাসন সম্পূর্ণ নীরব। বহু হিন্দীভাষী অপরিচিত মুখ। এই মহকুমার গ্রামেগঞ্জে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষের সন্দেহ হলেও স্থানীয় প্রশাসন এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই রাতারাতি নয়, সম্ভবত এখানেও ডেরা গড়ে উঠেছে অনেকদিন আগে থেকেই। পদ্মার ধার বরাবর সীমান্ত এলাকায় বরক্ষীবাহিনী নির্লজ্জভাবে পাচারকারীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতের সম্পদ চোরাপথে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। কিছুদিন আগে স্থানীয় একজন জন প্রতিনিধিকে গরু পাচারকারীদের পক্ষে নগ দালালি করতে আমরা দেখেছি। তারই তৎপরতায় থানার আই.সি.- কে কোনো কারণ না দেখিয়ে অন্যত্র বদলি করা হয়। এই অবস্থায় আজ রাজ্য এজেন্সি কেন গোপনে তদন্ত করে না বা এলাকার ওপর লক্ষ্যে রাখে না আমাদের জানা নেই।

শারদ উৎসব......................

(১ম পাতার পর)

মন্দিরে বিশ্রামের পর প্রতিমার গহনার পুঁটলিটি ফেলে চলে যান। জগন্নাথদেবের সেবাইত নিজের দায়িত্বে সেটা পৌঁছে দেন। পুজোয় মাতালদের হুল্লোড় তেমন না থাকলেও পথ দুর্ঘটনায় অনেকে জখম হয়েছেন। কারও প্রাণনাশও হয়েছে বলে খবর। দশমীর রাতে প্রতিমা বিসর্জ্জন নদীর বুকে বাইচও হয়েছে যথারীতি।

সস্তায় সুন্দর ডিজাইনের বিয়ের কার্ড একমাত্র আমরাই দিতে পারি
বাজার দেখে কিনুন
নিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোন: ০৩৪৮৩-২৬৬২২৮ ✵ মোঃ-৮৪৩৬৩৩০৯০৭

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
মহাপূজা, ঈদ ও দীপাবলীর
।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-,৫১/-,৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০%-১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই - অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষ।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- লকার পাওয়া যাচ্ছে।
- ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।
এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর
ফোন নং ২৬৬৫৬০

শত্রুঘ্ন সরকার সম্পাদক
সোমনাথ সিংহ সভাপতি

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।